দ্বীনী প্রশ্নোত্তর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ বিদআত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

ঈদে মীলাদুন নাবী বিদআত কেন?

যেহেতু শরীয়তে তাঁর কোন দলীল নেই। খোদ নবী (সঃ) বা তাঁর কোন সাহাবী, কোন তাবেঈ বা ইমাম তা পালন করে যাননি, করার নির্দেশও দেননি।
সর্বপ্রথম ঈদে মীলাদ (নাবীদিবস) আবিষ্কার করেন ইরাকের ইরবিল শহরের আমীর (গভর্নর) মুযাফফারুদ্দীন কূকুবুরী ঠিক হিজরী সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ৬০৪ (মতান্তরে ৬২৫) হিজরীতে। মিসরে সর্বপ্রথম চালু করে ফাতেমীরা; যাঁদের প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর বলেন, "(ফাতেমী শাসকগোষ্ঠী) কাফের, ফাসেক, পাপাচার, ধর্মধ্বজী, ধর্মদ্রোহী, আল্লাহ্‌র সিফাত (গুণাবলী) অস্বীকারকারী ও ইসলাম অস্বীকারকারী মাজূসী ধর্ম-বিশ্বাসী ছিল।" ৮৮ (আল-বিদায়াহ অন-নিহায়াহ ১১/৩৪৬)
অনেকে বলেছেন, মীলাদে মোস্তফা একটি নব্য আবিষ্কার; যা আজ থেকে প্রায় বারো শত বছর পূর্বে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে শায়খ উমার বিন মুহাম্মাদ সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। মাওসেলের অধিবাসী উক্ত উমার বিন মুহাম্মাদ নাকি খুবই আশেকে রাসুল ও আল্লাহ্‌র অলী ছিলেন। তিনি রাসুল (সঃ)এর ভালবাসায় একান্ত অনুরাগের বশে এ মীলাদ তথা রাসুল (সঃ) এর জন্ম-বৃত্তান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনায় ব্রতী হন। বিখ্যাত সীরাতে শামী গ্রন্থে এ কথা স্বীকার করা হয়েছে। ৮৯ (দেখুনঃ ছহীহ মাকছূদে মুমেনীন ৩৬৯ পৃঃ)
তাছাড়া এতে রয়েছে বিজাতির অনুকরণ এবং শরীয়ত-বিরোধী বহু কর্মকাণ্ড। ৯০ ('বারো মাসে তেরো পরব' দ্রঃ)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=76

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন